দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...10 SEP 1989...
পৃষ্ঠা... 8 ...কলাম 2

পরীক্ষা, দুর্নীতি ও শিক্ষা

॥ হেনা দাস ॥

পরীক্ষার ফিস এক লাফে অনেকটা বাড়াতে হয়েছে। যতটুকু জানা গেছে তাতে দেখা যায়, আগের পরীক্ষা থেকে মাথাপিছু ফিসের ব্যবধান বেড়েছে ১০ থেকে ১৫ টাকা। নির্দেশানুযায়ী এই পদ্ধতি পুরোপুরি অনুসরণ করা অধিকাংশ স্কুলের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। আমাদের মত গরীব দেশে সরকারী ভর্তুকি ছাড়া এত ব্যয়সাপেক্ষ পরীক্ষাপদ্ধতি চালু হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মানের ব্যবধান যেমন আরও বাড়বে তেমনি পরীক্ষার ফিস দিতে অক্ষম ছেলেমেয়ের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে ; শিক্ষা সঙ্কোচনের পথ আরও প্রশস্ত হবে। এটা গেল সমস্যার একদিক। অন্যদিকে যুগেরবা গোটা শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পথে না গিয়ে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সংকট ও দুর্নীতিকে অক্ষত রেখে শুধু এই পরীক্ষাপদ্ধতি দ্বারা যে নকলপ্রবণতা রোধ করা যাবে না, জ্ঞানের মানও বাড়ানো যাবে না সেটা অত্যন্ত স্পষ্ট। বরং এই পদ্ধতিতে নকল ও অসদুপায় অবলম্বন আরও সহজতর হবে (সেটা প্রশ্ন এক সেট হোক অথবা পাঁচ সেট হোক); কারণ উত্তরটা মাত্র একটা চিহ্নের ব্যাপার, যাই হোক পরীক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আরও আলোচনার বিষয় থাকলেও সেটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো পরীক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনসহ সরকার যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছে তার কোনটিই দুর্নীতি উচ্ছেদ ও শিক্ষার মানোন্নয়নকে সাহায্য করছে না, বরং শিক্ষাসঙ্কোচন ও মানের অধোগতির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। পরীক্ষায় ব্যাপক বহিষ্কার ও পাশের নিম্নহারে কর্তৃপক্ষের আতঙ্কিত হওয়া উচিত। একে নকলবিরোধী অভিযানের সুফল হিসেবে চিহ্নিত করে আত্মসন্তুষ্টি প্রকাশ ও কৃতিত্ব জাহিরের কোন অর্থ হয় না। নীচে ক্ষতকে জিইয়ে রেখে ওপরে প্রলেপ দিলে পচনকে যে ঠেকানো যায় না এই সহজ সত্যটা সবাই বোঝেন।

এখন প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে মূল সমস্যাকে চিহ্নিত করে সমাধানের পথ নির্ণয় করা। দেশে এখন চলছে দুর্নীতি ও লুটপাটের অবাধ রাজত্ব, গরীবের রক্ত চুষে চলছে কোটিপতিদের মহোৎসব, গণতন্ত্রের নামে পাকাপোক্ত হয়েছে স্বৈরশাসন, ভোটারবিহীন প্রহসনের নির্বাচনে প্রকৃত গণতন্ত্র হয়েছে নির্বাসিত, সত্যের বদলে প্রশ্রয় পাচ্ছে মিথ্যাচার, ন্যায়ের বদলে অন্যায়। লুটেরা ধনিকগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে সরকার দেশে সৃষ্টি করেছে চরম অর্থনৈতিক সংকট, দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতিতে জনজীবন অতিষ্ঠ। গরীব হচ্ছে আরও গরীব, মধ্যবিত্ত পরিণত হচ্ছে গরীবে, ধনী হচ্ছে আরও ধনী। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ঘটেছে চরম অবনতি। সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই হয়ে দাঁড়িয়েছে নিত্যদিনের ঘটনা। অপরাধীরা প্রশ্রয় পাচ্ছে সমাজ ও সরকারের উচ্চমহল থেকে। এমন একটি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থায় শিক্ষাব্যবস্থার কি হাল হতে পারে তা আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। এটা খুবই স্বাভাবিক যে গোটা আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটছে শিক্ষাব্যবস্থায়। সরকারের সমস্ত মৌলিক নীতি যে লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে সেই একই লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে শিক্ষানীতি। লক্ষ্য হচ্ছে নিজ শ্রেণীস্বার্থ তথা লুটেরা ধনিকগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা এবং ক্ষমতার মসনদকে টিকিয়ে রাখা। 'সবার জন্য শিক্ষা' সরকারের মুখের বুলিমাত্র, কার্যত চলছে শিক্ষা সঙ্কোচনের নীতি। শিক্ষাকে সরকার সীমিত রাখতে চায় ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর মধ্যে। তাই বৃটিশ আমলের ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও নীতির মৌলিক কোন পরিবর্তন হয়নি। শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় ও মোট বাজেটের অনুপাতে অতি নগণ্য, তারও মোটা অংশ ব্যয় করা হচ্ছে সরকার কর্তৃক সযত্নে লালিত কিছু ক্যাডেট, সরকারী ও সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য, অসম বণ্টনের ফলে শিক্ষার ভিত্তিমূল ও প্রধান ধারাটি চরমভাবে অবহেলিত। ছাত্র-শিক্ষকদের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে দু' বিপরী[ত] ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় আকা[শ] পাতাল ব্যবধান। প্রাথমিক শি[ক্ষা] হচ্ছে শিক্ষার মূল ভিত্তি, স্বাধী[নতার] পর পরই এক সাথে অ[ধি]কাংশ প্রাথমিক স্কুলকে জাতী[য়]করণ করা হয়। শিক্ষকরা স[রকারী] শিক্ষকের মর্যাদা ও সুযো[গ] সুবিধা লাভ করেন, বিনামূ[ল্যে] পাঠ্যবই সরবরাহের ব্যবস্থা ক[রা] হয়। কিন্তু এ পর্যন্তই।

এরপর থেকে নগণ্যসংখ্য[ক] স্কুলের দালান নির্মাণ ছাড়া প্রা[থ]মিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জ[ন্য] তেমন কিছুই করা হয়নি। অধি[]কাংশ স্কুলের ভাঙ্গা ঘর, আসবা[ব]পত্র নেই, শিক্ষা উপকরণ নেই, শিক্ষকের স্বল্পতা, শিক্ষ[ক] নিয়োগে দুর্নীতি, অসংখ্য শূন্য পদ, কোথাওবা ক্লাস বসে খোল[া] আকাশের নীচে, বর্ষাবাদলে স্কু[ল] ছুটি হয়ে যায়। পাশাপাশি বেসর[কারী] উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ধনী ও সচ্ছল মধ্যবিত্তের সন্তানদের জন[্য] বেশী দামের কিণ্ডার গার্টেন স্কুল ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করায় সাধারণ প্রাথমিক স্কুলগুলো (যেখানে অধিকাংশ গরীব ছেলেমেয়ে পাঠ গ্রহণ করে) সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে দারুণ অবহেলিত ও উপেক্ষিত হচ্ছে। প্রতিকূল পরিবেশ ও অবহেলার ফলে প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি ঘটছে। এই স্তর থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মাধ্যমিক স্তরের যাত্রা শুরু হয়। মাধ্যমিক স্তরের অবস্থা আরও আতঙ্কজনক। এখানে বৈষম্যের নীতি অত্যন্ত প্রকট। মূলত সরকারী-বেসরকারী এই দু' ধারায় মাধ্যমিক শিক্ষা চলছে। সরকারীর মধ্যে আবার দু'টি শ্রেণী— শীর্ষস্থানীয় শ্রেণীটি হচ্ছে গুটিকয়েক ক্যাডেট আর সাধারণ সরকারী স্কুল...

রফিকুল ইস[লাম]
৩য় খণ্ড ৫০
নজরুল রচনাবলী
আবদুল কা[দির]
নজরুল রচনাবলী
আবদুল কা[দির]
নজরুল রচনাবলী
আবদুল কা[দির]
নজরুল রচনাবলী
আবদুল কা[দির]
নজরুল রচনাবলী
আবদুল কা[দির]
নজরুল রচনাব[লী]
আবদুল কা[দির]
তোরা সব জয়[ধ্বনি]
আবদুল ক[াদির]
উপলক্ষে
প্রকাশিত
আলোকচি[ত্র]
প্রকাশিত
উল্লিখিত
১৩ দাম পাড়া
পুস্তকালয়ে পা[ওয়া]
ডিএফপি(স)১
সি—১৯৮১

মহাপরিচ[ালক]
টজী-এর জন
বর্ণিত কাগজ
প্রতিষ্ঠানসমূহে
যাইতেছে।
মধ্যে পরিচা[লিত]
রক্ষিত টেণ্ডার
মিনিটের সম[য়]
দরপত্রসমূহ